দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 14 DEC 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

DD-102

শিক্ষাঙ্গনে

নকল রোধে দু'টি প্রস্তাব

শিক্ষাই আলো— শিক্ষাই সমৃদ্ধি তথা শিক্ষাই জাতি গঠনের গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি। সুতরাং যে দেশে শিক্ষিতের হার যত বেশী সে দেশ বা জাতির ভিত্তি তত মজবুত। মোট কথা, যে কোন জাতির সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে শিক্ষা তথা সুশিক্ষা। এদিক থেকে আমাদের দেশ এখনো বহুগুণ পিছিয়ে রয়েছে। এ জন্য আমাদের অপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থাই দায়ী। আমাদের দেশে প্রচলিত (মাধ্যমিক থেকে উচ্চতর) পাঠ্যক্রম বা পরীক্ষা পদ্ধতি মোটেই সন্তোষজনক নয় বলে অনেকেরই ধারণা। আর এ কারণেই দেখা যায় পরীক্ষায় অবাধ নকলের ছড়া-ছড়ি। এ অশুভ তৎপরতা বর্তমানে শুধু উচ্চ মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ নেই, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেও অনেকটা প্রভাব বিস্তার করেছে। এর প্রতিরোধে একটি পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। নকলের প্রভাবে আমাদের শিক্ষার্থীদের যে শুধু ক্ষতি হচ্ছে তাই নয়— আমাদের গোটা সমাজ ব্যবস্থাটাই এক রকম অচলাবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার নামে কুশিক্ষা অর্জন করুক এটা আমরা চাই না। তাই যদি হয় আমাদের প্রত্যাশা তবে কেন আমরা শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়টিকে খাটো করে দেখছি।

কেন আমরা আজো শিক্ষার্থীদের নকলের কুফল সম্পর্কে সঠিক ধারণা না দিয়ে বাতিল করছি পরীক্ষা কেন্দ্র, চাপিয়ে দিচ্ছি অপরিকল্পিত পাঠ্যক্রম। আমরা কি পারি না এমন কোন পন্থা অবলম্বন করতে, যার ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীরা নকলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করে এবং নকলের কুফল থেকে রেহাই পায়। আমরা মনে করি এ বিষয়ে আমাদের অবিলম্বে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া দরকার। দিন কয়েক পূর্বে একটি দৈনিকে দু'টি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এর একটি সংবাদ আমাদের আশা দিয়েছে, অপর সংবাদটি আমাদের হতাশ করেছে। প্রথম সংবাদটি হলো গফরগাঁও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা (ডিগ্রী পরীক্ষার্থী) স্বীয় কলেজের অধ্যক্ষের কাছে এক হলফনামায় শপথ গ্রহণ করেছে যে, তারা পরীক্ষায় নকল বা অসদুপায় অবলম্বন করবে না। সম্প্রতি উক্ত কলেজে ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। দ্বিতীয় সংবাদটি হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়া, দাউদকান্দি উপজেলা-এর কলেজগুলোতে নকল করতে না দেয়ায় পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার খাতাসহ হলত্যাগ এবং কেন্দ্রের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। একদিকে নকলের দাবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা অপরদিকে নকল না করার প্রতিজ্ঞা। বিপরীত ধর্মী দুটো দিকই আমাদের গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

নকল রোধের ব্যাপারে কতিপয় ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকের মতামত নিয়ে জানা গেছে যে, আমাদের দেশে বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি বা পাঠ্যক্রমে যদি কিছুটা পরিবর্তন করা যায় তবে আমাদের শিক্ষাঙ্গন থেকে নকল প্রবণতা অনেকটা বলতে গেলে বহুগুণে হ্রাস পাবে। এ ব্যাপারে প্রাপ্ত মতামত থেকে দু'টি প্রস্তাব সদয় বিবেচনার জন্য উল্লেখ করা হলোঃ

(এক) মাধ্যমিক পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাঙ্গনের পরীক্ষায় সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করলে একদিকে যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে তেমনি অন্যদিকে পাসের হারও তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর হারও বৃদ্ধি পাবে। এভাবে নকলের ব্যাধিটিও আমাদের সমাজ থেকে বিদায় নিবে।

(দুই) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর প্রণয়ন পদ্ধতিতে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র করা যেতে পারে। এতে বর্তমানে পরীক্ষা পিছানোর যে আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে তা নিরসন হবে এবং পরীক্ষায় পাসের হার বৃদ্ধি পাবে।

—আহমাদ আমী